শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥

ধ্রুবং নিবৃত্তং প্রতিবুধ্য বৈশসাদপেত মন্যুং ভগবান্ ধনেশ্বরঃ।
তত্রাগতশ্চারণ যক্ষ কিন্নরৈঃ সংস্তূয়মানোন্যবদৎ কৃতাঞ্জলিং ॥ ১ ॥

শ্রীধনদ উবাচ ॥

ভোভোঃ ক্ষত্রিয়দায়াদ পরিতুষ্টোস্মি তেঽনঘ। যত্ত্বং পিতামহাদেশাদ্বৈরং দুস্ত্যজমত্যজঃ ॥ ২ ॥
ন ভবানবধীদ্যক্ষান্নযক্ষা ভ্রাতরং তব। কাল এবহি ভূতানাং প্রভুরপ্যয়ভাবয়োঃ ॥ ৩ ॥
অহং ত্বমিত্যপার্থা ধীরজ্ঞানাৎ পুরুষস্য হি। স্বাপ্নীবাভাত্যতদ্ধ্যানাদ্যয়া বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দ্বাদশে ধনদেনাভিনন্দিতঃ পুরমাগতঃ। যজ্ঞৈরিষ্ট্বা হরেঃ স্থানমারুরোহেতি কীর্ত্ত্যতে ॥ ০ ॥
বৈশসাৎ বধান্নিবৃত্তং জ্ঞাত্বা ॥ ১ ॥
ক্ষত্রিয়দায়াদ ক্ষত্রিয়পুত্র অত্যজঃ ত্যক্তবানসি ॥ ২ ॥
নচ বৈরস্য কারণমস্তীত্যাহ ন ভবানিতি। অপ্যয়ভাবয়োর্মৃত্যু জন্মনোঃ ॥ ৩ ॥
কথং তর্হি অহং হন্তেতি বুদ্ধিঃ তত্রাহ অহং ত্বমিতি। আভাতি প্রকাশতে জায়ত ইত্যর্থঃ। অতদ্ধ্যানাৎ দেহানুসন্ধানাৎ যয়া ধিয়া বন্ধঃ বিপর্য্যয়ো দুঃখাদিঃ ॥ ৪ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

ভো ভো ইত্যাদিকা দেবতাভিমানোক্তয়ঃ ॥ ১। ২। ৩ ॥
অজ্ঞানাৎ উপাধ্যভিমানাদেব যা অহং ত্বমিতি ধীঃ সাঽপার্থৈব। অতদ্ধ্যানাদিত্যত্র অনুধ্যানাদিতি চিৎসুখঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

দ্বাদশে ধনদাল্লব্ধবরো গত্বা পুরীং হরিং। যজ্ঞৈ রিষ্ট্বা বিরজ্যাগাৎ স শরীরো হরেঃ পদং ॥ ০ ॥
বৈশসাৎ বধাৎ ॥ ১। ২। ৩ ॥
অতদ্ধ্যানাদ্দেহানুসন্ধানাৎ বন্ধঃ সংসারশ্চ ততো জ্ঞানানন্দময়স্য জীবাত্মনো বিপর্য্যয়োঽজ্ঞান দুঃখাদিকশ্চ তৌ ॥ ৪ ॥

দ্বাদশাধ্যায়ে কুবেরের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া স্বপুরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ধ্রুবের যজ্ঞানুষ্ঠান এবং তৎপশ্চাৎ সশরীরে হরিধামে আরোহণ ॥ ০ ॥

মুনিবর মৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! ধনাধিপ কুবের শুনিতে পাইলেন উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব পিতামহের বাক্যে ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যক্ষদিগের বধ ক্রিয়া হইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন, অতএব তিনি চারণ, যক্ষ, কিন্নরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ধ্রুবের সমীপে আগমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান ধ্রুবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ১ ॥

অহে নিষ্পাপ ক্ষত্রিয় তনয়! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম, যে হেতু তুমি পিতামহের আদেশে দুস্ত্যজ বৈর পরিত্যাগ করিলে ॥ ২ ॥

অহে! তোমার সহিত আমাদের বৈরতার কোন কারণ নাই, যে সকল যক্ষ বিনষ্ট হইল তুমি তাহাদিগকে বধ কর নাই, কালই প্রাণি সকলের জন্ম মরণ সম্পাদনে সমর্থ, তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও কোন প্রাণির সৃষ্টি ও বিনাশে ক্ষমতা নাই ॥ ৩ ॥

বৎস! পুরুষের অজ্ঞান হইতে স্বপ্ন কালীন জ্ঞানের ন্যায় "আমি আমার" ইত্যাকার অলীক বুদ্ধি হইয়া থাকে, সেই বুদ্ধি দ্বারা দেহানুসন্ধান করাতেই বন্ধ ও দুঃখাদি হয় ॥ ৪ ॥

তদ্গচ্ছ ধ্রুব ভদ্রং তে ভগবন্তমধোক্ষজং। সর্ব্বভূতাত্মভাবেন সর্ব্বভূতাত্মবিগ্রহং।
ভজস্ব ভজনীয়াঙ্ঘ্রিমভবায় ভবচ্ছিদং। যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাত্মমায়য়া ॥ ৫ ॥
বৃণীহি কামং নৃপ যন্মনোগতং মত্তস্ত্বমৌত্তানপদে বিশঙ্কিতঃ।
বরারহোস্যম্বুজনাভপাদয়োরনন্তরং ত্বাং বয়মঙ্গ শুশ্রুম ॥ ৬ ॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥
স রাজরাজেন বরায় চোদিতো ধ্রুবো মহাভাগবতো মহামতিঃ।
হরৌ স বব্রেঽচলিতাং স্মৃতিং যয়া তরত্যযত্নেন দুরত্যয়ং তমঃ।

শ্রীধরস্বামী।

তত্তস্মাৎ গচ্ছ গত্বাচ ভগবন্তং ভজস্বেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। সর্ব্বভূতাত্মকো বিগ্রহো যস্য মায়য়া যুক্তং বিরহিতং সগুণ নির্গুণ ভেদেন ॥ ৫ ॥

কামমসঙ্কোচেন অবিশঙ্কিতঃ। অনন্তরং অতিনিকটং ॥ ৬ ॥

স বরায় চোদিত ইত্যনুবাদ রূপং পৃথগ্বাক্যং। অতঃ স বব্রে ইত্যস্যাপৌনরুক্ত্যং ॥ ৭ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

তদিতি যুগ্মকং। সর্ব্ব ভূতানামাত্ম রূপো বিগ্রহো যস্য তমিতি বিগ্রহস্যৈব পরম তত্ত্ব রূপত্বাৎ। শক্ত্যা স্বরূপ ভূতয়া মুখ্যশক্ত্যা যুক্তং ত্রিগুণময্যা ত্বাত্মাধীনমায়য়া বিরহিতং স্বাশ্রয়য়াপি তয়া ন স্পৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বৃণীহীতি পদ্যং ব্যাখ্যেয়ং ॥ ৬ ॥

মহাভাগবতোপি অচলাং স্মৃতিঞ্চ বব্র ইতি ন যাবন্মহতাং তেজ ইত্যাদি পিতামহ বাক্যাদ্ভগবৎ স্মরণাদৌ বিঘ্নমাশংক্যেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মনঃ স্বস্যেব ভাবো ভাবনা তেন সর্ব্ব ভূতানি আত্মবিগ্রহে যস্য তং। অভবায় নাস্তি ভবো যস্মাত্তং বিষ্ণুং প্রাপ্তুং মায়ায়াঃ স্বশক্তিত্বাদ্যুক্তং স্বরূপভূতত্বাভাবাদ্বিরহিতং ॥ ৫ ॥

অনন্তরমব্যবধানমতি নিকটমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

রাজ্ঞা সহ বর্ত্তমানেষু সর্ব্বেষু লোকেষু রাজত ইতি সরাজরাজঃ কুবেরস্তেন ॥

সে যাহা হউক, এক্ষণে তুমি গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, গিয়া মুক্তির নিমিত্ত সর্ব্ব প্রযত্নে ভগবান্ অধোক্ষজের ভজনা কর। বৎস ধ্রুব! তাঁহার শরীর সর্ব্ব ভূতময়, তিনি কখন শক্তি রূপা গুণময়ী আত্ম মায়াতে যুক্ত হন, কখন বা তাহা হইতে বিরহিত হইয়া থাকেন, পরন্তু তাঁহা হইতেই সংসার নিস্তার হয়, অতএব তাঁহার চরণ ভজনীয় ॥ ৫ ॥

অহে রাজন্! যদি তোমার মনে কোন বাসনা থাকে সঙ্কোচ না করিয়া আমার নিকট তদ্বিষয়ের বর প্রার্থনা কর। বৎস! তুমি বর পাইবার উপযুক্ত পাত্র, যে হেতু আমরা শুনিয়াছি তুমি ভগবান্ পদ্মনাভের পাদপদ্মের অতি নিকটে থাক ॥ ৬ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! রাজরাজ কুবের এই প্রকারে বর গ্রহণার্থ বারম্বার কহিলে, মহা ভাগবত ধ্রুব অতিশয় বুদ্ধিমান্ এ প্রযুক্ত অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিয়া কহিলেন, দেব! আমাকে এই বর প্রদান করুন, ভগবান্ হরির প্রতি যেন আমার অচলা স্মৃতি থাকে, কারণ হরিস্মৃতি দ্বারাই অনায়াসে দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। মহাত্মা ধ্রুবের ঐ প্রকার প্রার্থনা শুনিয়া যক্ষরাজ কুবের প্রীতমনে "তথাস্তু" বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ বর প্রদান করিলেন, অনন্তর তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্দ্ধান হই-

তস্য প্রীতেন মনসা তাং দত্ত্বৈলবিলস্ততঃ। পশ্যতোঽন্তর্দ্দধে সোপি স্বপুরং প্রত্যপদ্যত ॥ ৭ ॥
অথাযজত যজ্ঞেশং ক্রতুভি র্ভূরি দক্ষিণৈঃ। দ্রব্য ক্রিয়া দেবতানাং কর্ম্ম কর্ম্মফলপ্রদং ॥ ৮ ॥
সর্ব্বাত্মন্যচ্যুতেঽসর্ব্বে তীব্রৌঘাং ভক্তিমুদ্বহন্। দদর্শাত্মনি ভূতেষু তমেবাবস্থিতং বিভুং।
তমেব শীলসম্পন্নং ব্রহ্মণ্যং দীনবৎসলং। গোপ্তারং ধর্ম্মসেতূনাং মেনিরে পিতরং প্রজাঃ ॥ ৯ ॥
ষট্ত্রিংশদ্বর্ষ সাহস্রং শশাস ক্ষিতিমণ্ডলং। ভোগৈঃ পুণ্যক্ষয়ং কুর্ব্বন্নভোগৈরশুভক্ষয়ং ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দ্রব্যক্রিয়া দেবতানাং কর্ম্মসাধ্যং ফলরূপং কর্ম্মফলপ্রদঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥
সর্ব্বস্যাত্মনি অসর্ব্বে সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতে ॥ ৯ ॥
অভোগৈর্যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানৈঃ ॥ ১০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

দ্রব্যক্রিয়াদেবতানামিতি। দ্রব্যাদ্যাত্মকস্য যজ্ঞস্যেত্যর্থঃ ॥ ৮। ৯ ॥
ভোগৈরিত্যাদিকং লোকানুকরণমাত্রং মায়য়া ॥ ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

ঐড়বিড়ঃ কুবেরঃ ॥ ৭ ॥
দ্রব্য ক্রিয়া দেবতা সম্বন্ধি কর্ম্মপ্রদং কর্ম্মফল প্রদঞ্চেতি সএব কর্ম্ম কারয়তি সএব কর্ম্মফলং ভোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥
রাজানোহি দেব ব্রাহ্মণাদি সন্তর্পকান্ ক্রতূন্ কুর্ব্বন্তি। তান্ বিনা ন রাজ্ঞঃ ব্যবহার সিদ্ধিরিতি তদনুরোধেনৈব তস্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম করণং স্বপ্রতিমূর্ত্তি দ্বারৈব। বস্তু তস্তু স স্বয়মবকাশমেব কর্ম্মণি নৈব লভত ইত্যাহ। সর্ব্বাত্মনি অথচ সর্ব্বে সর্ব্ব ব্যতিরিক্ত স্বরূপে আত্মন্যন্তঃকরণে সর্ব্বভূতেষু বহিরপি তদ্ধ্যানপরিপাকাৎ স্ফূর্ত্ত্যা দদর্শ ॥ ৯ ॥
অভোগৈ ব্রতনিয়মাদিভিরশুভক্ষয়ং কুর্ব্বন্ কর্ত্তুমিচ্ছন্নিত্যর্থঃ। অত্র তুমর্থে শতৃপ্রত্যয়ঃ। তুমুনিচ সর্ব্বত্র ইচ্ছতি রাক্ষেপলব্ধএব ভবতি যথা দেবদত্তোভোক্তুং ব্রজতীত্যত্র ভোক্তুমিচ্ছন্ ব্রজতীত্যর্থো লভ্যতে ইতি তস্য পুণ্যপাপক্ষয় চিকীর্ষা-দৈন্যেনৈব বস্তুতস্তূৎপন্ন প্রেমত্বাত্তস্য পুণ্যপাপেনৈব স্তঃ ॥ ১০ ॥

লেন। যক্ষরাজ কুবের সগণ সহিত স্বস্থানে গমন করিলে, ধ্রুব আপনার পুরে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৭

কিয়দ্দিনানন্তর প্রচুর দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বহু বহু যজ্ঞ করত যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। বৎস বিদুর! ভগবান্ বিষ্ণু দ্রব্য ক্রিয়া এবং দেবতার কর্ম্ম সাধ্য ফল স্বরূপ এবং আপনি কর্ম্ম ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

কিন্তু ধ্রুব কেবল যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন এতাবন্মাত্র নহে, তিনি সকলের আত্ম স্বরূপ অথচ সর্ব্বোপাধি বিবর্জিত ভগবানে দৃঢ়তর ভক্তিযোগ করিয়া আপনার আত্মাতে ও সকল প্রাণিতে সেই বিভুকে দর্শন করিতে লাগিলেন। বৎস বিদুর! তিনি শীলসম্পন্ন, ব্রহ্মণ্য এবং দীনবৎসল হইয়া কেবল ধর্ম্ম নিমিত্ত প্রজা রক্ষণে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, অতএব প্রজা সকল তাঁহাকেই আপনাদের পিতা বলিয়া মান্য করিত ॥ ৯ ॥

এই রূপে ধ্রুব ভোগ দ্বারা পুণ্য ক্ষয় এবং অভোগ অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পাপ সকল বিনষ্ট করত ষট্ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর যাবৎ অবনীমণ্ডল শাসন করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

এবং বহ্বসবং কালং মহাত্মা বিচলেন্দ্রিয়ঃ। ত্রিবর্গোপয়িকং নীত্বা পুত্রায়াদান্নৃপাসনং ॥ ১১ ॥
মন্যমান ইদং বিশ্বং মায়ারচিতমাত্মনি। অবিদ্যারচিত স্বপ্নগন্ধর্ব্বনগরোপমং ॥ ১২ ॥
আত্মস্ত্র্যপত্য সুহৃদো বলমৃদ্ধকোষমন্তঃপুরং পরিবিহারভুবশ্চ রম্যাঃ।
ভূমণ্ডলং জলধি মেখলমাকলয্য কালোপসৃষ্টমিতি স প্রযযৌ বিশালাং ॥ ১৩ ॥
তস্যাং বিশুদ্ধকরণঃ শিববার্বিগাহ্য বদ্ধাসনং জিতমরুন্মনসা হৃতাক্ষঃ।
স্থূলে দধার ভগবৎপ্রতিরূপ এতদ্ধ্যায়ং স্তদব্যবহিতো ব্যসৃজৎ সমাধৌ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বহবঃ সবা যাগাঃ সংবৎসরা বা যস্মিন্ তং কালং ত্রিবর্গস্য সাধনং নীত্বা। অবিচলানি সংযতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য ॥ ১১ ॥
ইদং দেহাদি ভগবন্মায়য়া আত্মনি স্বস্মিন্ রচিতং মন্যমানঃ অত্র অবিদ্যা সৃষ্টিং দৃষ্টান্তয়তি অবিদ্যা রচিতেতি ॥ ১২ ॥
আত্মা দেহ আত্মাদি মায়িকমপি পুনঃ কালেনোপসৃষ্টং অনিত্যমাকলয্য বিচিন্ত্য বিশালাং বদরিকাশ্রমং ॥ ১৩ ॥
তত্র তৎকৃতমষ্টাঙ্গযোগমাহ। তস্যাং শিবং বাঃ শুদ্ধমুদকং বিগাহ্য প্রবিশ্য ইতি স্নানাদি নিয়মা উক্তা বিশুদ্ধ করণ ইতি শমাদয়ঃ যমাঃ আসনাদীনি স্ফুটমেবোক্তানি জিতো মরুৎপ্রাণো যেন আহৃতান্যক্ষাণি যেন ভগবতঃ প্রতিরূপ ভূতে স্থূলে বিরাড়্ রূপে এতন্মনোদধার ধ্যায়ন্নব্যবহিতো ধ্যাতৃধ্যেয় ভেদ শূন্যঃ সন্ সমাধৌ স্থিতঃ তৎস্থূলং ব্যসৃজৎ ॥ ১৪ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

অবিচলানি বিপরিণামাদি রহিতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য ॥ ১১ ॥
মন্যেতি যুগ্মকং। মায়য়া রচিতমধ্যস্তং আত্মা স্বপত্যেতি চিৎসুখঃ অসবঃ প্রাণাঃ ॥ ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

বহবঃ সংবৎসরা যত্র তং ত্রিবর্গোপযোগিনং কালং নীত্বা গময়িত্বা ॥ ১১ ॥
ইদং মায়ারচিতং মায়ারচিতত্বাৎ সত্যমপি আত্মনি যা অবিদ্যা তয়া রচিতৈঃ স্বপ্ন গন্ধর্ব্বনগরৈঃ সহোপমা যস্য তৎ অসত্য মিবানুভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥
আত্মা দেহ স্তদাদিকং সর্ব্বং কালেনোপসৃষ্টং গ্রস্তমিত্যাকলয্য বিশালাং বদরিকাশ্রমং যযৌ ॥ ১৩ ॥
বিশুদ্ধ করণ ইত্যাদীনি যমাদ্যষ্টাঙ্গানি ভগবৎ প্রতিরূপে প্রতিনিধি ভূতে বিরাড়্রূপে দধার ধারণামকরোৎ। এতদ্ধ্যায়ন্নব্যবহিতঃ ভগবৎ স্বরূপে ব্যবধান শূন্যঃ সন্ সমাধৌ স্থিতঃ তৎস্থূলং ব্যসৃজৎ ॥ ১৪ ॥

বিদুর! এই প্রকারে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ধ্রুব বহু বৎসর কাল ত্রিবর্গ সাধন করিয়া আপনার পুত্রকে রাজাসন প্রদান করিলেন ॥ ১১ ॥

তৎকালে তাঁহার বোধ হইল যেমন স্বপ্নে গন্ধর্ব্ব নগর বিরচিত হয়, তাহার ন্যায় অবিদ্যা দ্বারা এই দেহাদি সমস্ত জগৎ ভগবানের মায়া দ্বারা আত্মাতে রচিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

অতএব দেহ, পুত্র, কলত্র, মিত্র, সামর্থ্য, বৃদ্ধি শীল ধনাগার, অন্তঃপুর, রমণীয় বিহার ভূমি এবং আসমুদ্র ধরামণ্ডল ইত্যাদি সকল মায়া রচিত ও অনিত্য বিবেচনা করিয়া বৈরাগ্য বশতঃ তপস্যার্থ বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অষ্টাঙ্গ যোগে প্রবৃত্ত হইলেন, প্রথমতঃ তত্রস্থ পুণ্য জলে স্নান করিয়া শমদমাদি দ্বারা বিশুদ্ধেন্দ্রিয় হইলেন, পরে আসন বন্ধন পূর্ব্বক প্রাণায়ামাদি করণক প্রাণ জয় করিয়া মনো দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিলেন, তদনন্তর বিরাট্ মূর্ত্তি ভগবানের স্থূল রূপে মনঃ ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই ধ্যান করিতে করিতে ধ্যাতৃ ধ্যেয় ভেদ শূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইলেন, সুতরাং তখন তাঁহার সেই স্থূল রূপের ধ্যান পরিত্যাগ হইল ॥ ১৪ ॥

ভক্তিং হরৌ ভগবতি প্রবহন্নজস্রমানন্দবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমানঃ।
বিক্লিদ্যমানহৃদয়ঃ পুলকাচিতাঙ্গো নাত্মানমস্মরদসাবিতি মুক্তলিঙ্গঃ।
স দদর্শ বিমানাগ্র্যং নভসোঽবতরদ্ধ্রুবঃ। বিভ্রাজয়দ্দশ দিশো রাকাপতিমিবোদিতং ॥ ১৫ ॥
তত্রানুদেবপ্রবরৌ চতুর্ভুজৌ শ্যামৌ কিশোরাবরুণাম্বুজেক্ষণৌ।
স্থিতাববষ্টভ্য গদাং সুবাসসৌ কিরীট হারাঙ্গদ চারুকুণ্ডলৌ ॥ ১৬ ॥
বিজ্ঞায় তাবুত্তমগায়কিঙ্করাবভ্যুত্থিতঃ সাধ্বসবিস্মৃতক্রমঃ।
ননাম নামানি গৃণন্মধুদ্বিষঃ পার্ষৎপ্রধানাবিতি সংহতাঞ্জলিঃ।

শ্রীধরস্বামী।

এবমজস্রং নিত্যং হরৌ ভক্তিং প্রকর্ষেণ বহন্ অসৌ ধ্রুবোঽহমিত্যাত্মানং ন সস্মার। যতোমুক্তলিঙ্গস্ত্যক্তশরীরাভিমানঃ অত্র হেতবঃ আনন্দবাষ্পস্য কলয়া বিন্দু প্রবাহেণাভিভূয়মানঃ বিক্লিদ্যমানং দ্রবৎ হৃদয়ং যস্য পুলকৈ র্ব্যাপ্তাঙ্গঃ ॥ ১৫ ॥
অনু অনন্তরং দেবপ্রবরৌ দদর্শেত্যনুসঙ্গঃ গদামবষ্টভ্য স্থিতৌ কিরীটাদিভিঃ সহিতে চারুণী কুণ্ডলে যয়োঃ ॥ ১৬ ॥
উত্তমগায়ঃ পুণ্যশ্লোকঃ তস্য কিঙ্করৌ তৌ বিজ্ঞায়। মধুদ্বিষঃ পার্ষৎপ্রধানাবিতি হেতোঃ। সাধ্বসেন সংভ্রমেণ বিস্মৃতঃ

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

এতচ্চ সর্ব্বং তত্রত্যানাং যোগিনাং সদাচারসম্মানার্থং দ্বিত্রদিনমেবানুরোধেন চকার বস্তু তস্তু যোগে তস্যাবকাশ এব নাস্তীত্যাহ ভক্তিমিতি। ইতি হেতোরেব মুক্তলিঙ্গস্ত্যক্তদেহাভিমানঃ নতু যোগাদ্ধেতোরিতি গার্হস্থ্যে কর্ম্মযোগে বৈরাগ্যে-হষ্টাঙ্গযোগশ্চ তস্য লোক প্রদর্শনার্থকএব বভূবেতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥
তত্র বিমানে অনু অনন্তরং দেবপ্রবরৌ দদর্শ ॥ ১৬ ॥
সাধ্বসেন সংভ্রমেণ বিস্মৃত পূজাক্রমঃ কেবলং তস্য নামানি জয় নারায়ণ জয় গোপাল জয় গোবিন্দেত্যাদ্যুচ্চারয়ন্ননাম ॥ ১৭ ॥

ধ্রুব এই প্রকারে ভগবান্ হরির প্রতি নিত্য নিত্য উত্তরোত্তর অধিক ভক্তি বহন করিতে লাগিলেন, শরীরাভিমান পরিত্যাগ হেতু তাঁহার "আমি" এ রূপে আপনারও স্মরণ হইল না, নয়নদ্বয় হইতে অজস্র আনন্দাশ্রু বিগলিত হওয়ায়, তাহার প্রবাহে যেন অভিষিক্ত হইতেছিলেন, অধিকন্তু তাঁহার হৃদয় আনন্দে গলিত প্রায় হইল এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ব্যাপিল, কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন একটী উৎকৃষ্ট বিমান গগন মণ্ডল হইতে নীচে অবতীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ঐ বিমান এমন জ্যোতির্ম্ময়, যে প্রভা দ্বারা পূর্ণিমার শশধরের ন্যায় দশ দিক্ উদ্দীপিত করিতেছিল ॥ ১৫ ॥

অনন্তর ঐ বিমান মধ্যে দুইটী শ্রেষ্ঠ দেব দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা দুই জনেই শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ এবং তরুণ বয়স, দুই জনেরই নয়ন অরুণ বর্ণ কমলের তুল্য, বসন অতি সুশোভন, উভয়ে মনোহর কিরীট, হার, অঙ্গদ এবং কুণ্ডলে অলঙ্কৃত হইয়া গদাবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

ধ্রুব তাঁহাদিগকে পুণ্যশ্লোক ভগবানের কিঙ্কর বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহারা মধুসূদনের প্রধান পার্ষদ এই বিবেচনা করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক ভগবানের নাম সকল উচ্চারণ করিতে করিতে প্রণাম করিলেন, ব্যস্ততা প্রযুক্ত তাঁহাদের যথাবিধি পূজা করিতে তাঁহার স্মরণ হইল না। বৎস বিদুর! ভগবানের যে দুই পার্ষদ বিমানে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন, তাঁহাদের নাম সুনন্দ ও নন্দ, দুই জনেই ভগবানের অতি প্রিয়পাত্র। তাঁহারা নিকটে আসিয়া দেখি-

তং কৃষ্ণপাদাভিনিবিষ্টচেতসং বদ্ধাঞ্জলিং প্রশ্রয়নম্রকন্ধরং।
সুনন্দনন্দাবুপসৃত্য সস্মিতং প্রীত্যোচতুঃ পুষ্করনাভসম্মতৌ ॥ ১৭ ॥
ভো ভো রাজন্ সুভদ্রং তে বাচোনোঽবহিতঃ শৃণু। যং পঞ্চবর্ষস্তপসা ভবান্ দেবমতীতৃপৎ ॥ ১৮
তস্যাখিল জগদ্ধাতু র্দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ। পার্ষদাবিহ সংপ্রাপ্তৌ নেতুং ত্বাং ভগবৎপদং ॥ ১৯ ॥
সুদুর্জয়ং বিষ্ণুপদং জিতং তয়া যৎ সূরয়োঽপ্রাপ্য বিচক্ষতে পরং।
আতিষ্ঠ তচ্চন্দ্র দিবাকরাদয়ো গ্রহর্ক্ষ তারাঃ পরিযন্তি দক্ষিণং।
অনাস্থিতং তে পিতৃভিরন্যৈরপ্যঙ্গ কর্হিচিৎ। আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥ ২০

শ্রীধরস্বামী।

পূজা ক্রমো যেন। কেবলং তস্য নামানি গৃণন্ ননাম ॥ ১৭ ॥
সুভদ্রন্ত ইতি সশরীরস্যৈব বিষ্ণুপদারোহণাভিপ্রায়ং অতীতৃপৎ তর্পিতবান্ ॥ ১৮ ॥
আবাং তস্য পার্ষদৌ ॥ ১৯ ॥
সুদুর্জয়ত্বে হেতুঃ সূরয়ঃ সপ্তর্ষয়োপি যদপ্রাপ্য কেবলমধঃ স্থিতাঃ পশ্যন্তি। যচ্চ চন্দ্রাদয়ঃ প্রদক্ষিণং যথা ভবতি তথা পরিক্রামন্তি তদাতিষ্ঠ অধিতিষ্ঠ ॥ ২০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

ভো ভো ইত্যর্দ্ধকং ॥
যং পঞ্চেতি সার্দ্ধকং ॥ ১৮। ১৯ ॥
সুদুর্জয়মিতি। যদপ্রাপ্যৈব পরং ব্রহ্মান্বেষয়ন্তি নতু তৎ প্রাপ্যাপি। তস্যৈব পরব্রহ্ম রূপত্বাৎ সূর্য্যাদীনাং স্বগত্যা বামা বর্ত্তত্বেপি প্রাপ্তিঃ পরিযন্তি দক্ষিণমিতি জ্যোতিশ্চক্রগত্যাব্যপদিশ্যতে। ধ্রুবপদস্য তদসক্তত্বাৎ ॥ ২০। ২১। ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সুভদ্রং ত ইতি সশরীরস্যৈব বিষ্ণোঃ পদারোহণাভিপ্রায়ঃ ॥ ১৮। ১৯ ॥
সূরয়ঃ সপ্তর্ষয়োপি যদপ্রাপ্য কেবলমধঃ স্থিতাঃ পশ্যন্তি। চন্দ্রাদয়ঃ দক্ষিণং পরিযন্তি প্রদক্ষিণী কুর্ব্বন্তি ॥ ২০ ॥

লেন, ধ্রুবের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দেই একান্ত নিবিষ্ট, আমাদের অভ্যর্থনা নিমিত্ত কৃতাঞ্জলি ও বিনয়ে নত কন্ধর হইয়া দণ্ডায়মান মাত্র। এতদবলোকনে প্রীতি পূর্ব্বক সহাস্য বদনে কহিলেন ॥ ১৭ ॥

অহে রাজন্! তোমার মঙ্গলের পরিসীমা নাই, যে হেতু সশরীরে বিষ্ণুপদে আরোহণ করিবে, অবহিত হইয়া আমাদের বাক্য শ্রবণ কর। তুমি পঞ্চবর্ষ বয়সের সময় তপস্যা দ্বারা যাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলে ॥ ১৮ ॥

আমরা সেই অখিল জগতের ধারণ কর্ত্তা দেবদেব ভগবান্ শার্ঙ্গধন্বার পার্ষদ, তোমাকে ভগবানের স্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত এখানে আসিলাম ॥ ১৯ ॥

রাজন্! তুমি দুর্জয় বিষ্ণুপদ জয় করিয়াছ, অতএব সপ্তর্ষিরাও যে স্থানে যাইতে পারেন না অধঃস্থলে অবস্থিত হইয়া কেবল দর্শন করিতে থাকেন এবং চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারা সকল যাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, সেই স্থানে অধিষ্ঠান করিবে, চল। হে অঙ্গ! তোমার পিতৃগণ অথবা অন্য কোন লোক এ পর্য্যন্ত কখন ঐ স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হন্ নাই, উহা ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ, অতএব জগতের পরম বন্দনীয়, যাহা হউক, তুমি তাহা জয় করিয়াছ, তাহাতে অধিষ্ঠান কর ॥ ২০ ॥

এতদ্বিমানপ্রবরমুত্তমঃশ্লোকমৌলিনা। উপস্থাপিতমায়ুষ্মন্নধিরোঢ়ুং ত্বমর্হসি ॥ ২১ ॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥
নিশম্য বৈকুণ্ঠনিযোজ্য মুখ্যয়ো র্মধুচ্যুতাং বাচমুরুক্রমপ্রিয়ঃ।
কৃতাভিষেকঃ কৃতনিত্যমঙ্গলো মুনীন্ প্রণম্যাশিষমভ্যবাদয়ৎ ॥ ২২ ॥
পরীত্যাভ্যর্চ্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং পার্ষদাবভিবন্দ্যচ। ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ং।
তদাদুন্দুভয়ো নেদুর্মৃদঙ্গ পণবাদয়ঃ। গন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ প্রজগুঃ পেতুঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥ ২৩ ॥
সচ স্বর্লোকমারোক্ষ্যন্ সুনীতিং জননীং ধ্রুবঃ। অন্বস্মরদগং হিত্বা দীনাং যাস্যে ত্রিপিষ্টপং ॥ ২৪

শ্রীধরস্বামী।

আয়ুষ্মন্নিত্যপি সশরীরযানাভিপ্রায়মেব ॥ ২১ ॥
মধু চ্যবতে স্রবতীতি মধুচ্যুৎ তাং। মধুচ্যুতামিতি পাঠে মধুচ্যুতং যস্যাং অমৃতস্রাবিণীমিত্যর্থঃ। কৃতং নিত্যং কর্ম্ম মঙ্গলং চালঙ্করণং যেন অভ্যবাদয়ৎ বাচয়ামাস ॥ ২২ ॥
তদেব রূপং হিরণ্ময়ং বিভ্রৎ সন্ ইয়েষ ঐচ্ছৎ ॥ ২৩ ॥
দীনাং হিত্বা অগং দুর্গমং ত্রিপিষ্টপং যাস্যামীত্যন্বস্মরৎ ॥ ২৪ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

তদেবং রূপং হিরণ্ময়ং শুদ্ধসত্ত্বতেজো বিশেষ রূপং ॥ ২৩। ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

আয়ুষ্মন্নিত্যপি সশরীর গমনাভিপ্রায়ং ॥ ২১ ॥
নিযোজ্যাঃ কিঙ্করাঃ মধু চ্যবতে স্রবতীতি মধু চ্যুৎ তাং মধুচ্যুতামিতি পাঠে মধুচ্যুতং যস্যাং তাং অভ্যবাদয়ৎ বাচয়ামাস ॥২২
পরীত্য বিমানং প্রদক্ষিণীকৃত্য অভ্যর্চ্চ্য গন্ধপুষ্পাদিভি র্ভগবদ্বিমানায় নম ইতি সংপূজ্য তদেব স্বীয়ং রূপং হিরণ্ময়ং তেজো বহুলং বিভ্রৎ সন্ আরোঢ়ুমৈচ্ছৎ ॥ ২৩ ॥
অগং সর্ব্বাগম্যং ত্রিপিষ্টপং বিষ্ণুপদং ॥ ২৪ ॥

হে আয়ুষ্মন্! পুণ্যশ্লোক শিখামণি ভগবান্ তোমার নিমিত্ত এই শ্রেষ্ঠ বিমান পাঠাইয়া দিয়াছেন, সশরীরে ইহাতে আরোহণ কর ॥ ২১ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের সেই দুই কিঙ্করের ঐ সমস্ত বাক্যে যেন অমৃত ক্ষরিতেছিল, পরম ভাগবত ধ্রুব তাহা শ্রবণ করিয়া অবগাহন পূর্ব্বক নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিলেন, তদনন্তর অলঙ্কৃত হইয়া প্রণাম করত মুনিগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে কহিলেন ॥ ২২ ॥

তাহার পর বিমান প্রদক্ষিণ ও অভ্যর্চ্চনা করিয়া সেই দুই পার্ষদকে অভিবাদন করিলেন, পরে হিরণ্ময় অর্থাৎ তেজোময় রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই বিমানে আরোহণ করিতে তাঁহার অভিলাষ হইল। বিদুর! ধ্রুবের স্বাভাবিক যে রূপ রূপ ছিল তাহাই বিষ্ণুপদাধিরোহণ সময়ে হিরণ্ময় হইল। বৎস! ঐ সময়ে দুন্দুভি মৃদঙ্গ পণবাদি বহুবিধ বাদ্য বাদিত হইল, প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিল এবং স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

অনন্তর ধ্রুব যখন স্বর্গলোক আরোহণ করেন ইত্যবসরে স্বীয় জননী সুনীতিকে স্মরণ হইল, তাহাতে মনে মনে এই চিন্তা করিলেন, আমার জননী অতিশয় দুঃখিনী, তিনি কোথায় রহিলেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে সর্ব্বাগম্য বিষ্ণুপদে গমন করিব? ॥ ২৪ ॥

ইতি ব্যবসিতং তস্য ব্যবসায় সুরোত্তমৌ। দর্শয়ামাসতু র্দেবীং পুরো যানেন গচ্ছতীং।
তত্র তত্র প্রশংসদ্ভিঃ পথি বৈমানিকৈঃ সুরৈঃ। অবকীর্য্যমাণো দদৃশে কুসুমৈঃ ক্রমশো গ্রহান্॥ ২৫॥
ত্রিলোকীং দেবযানেন সোঽতিব্রজ্য মুনীনপি। পরস্তাদ্যদ্ ধ্রুবগতি র্বিষ্ণোঃ পদমথাভ্যগাৎ॥ ২৬
যদ্ভ্রাজমানং স্বরুচৈব সর্ব্বতো লোকা ত্রয়োঽনুবিভ্রাজন্ত এতে।
যন্নাব্রজন্ জন্তুষু যেঽননুগ্রহা ব্রজন্তি ভদ্রাণি চরন্তি যেঽনিশং॥ ২৭॥
শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বভূতানুরঞ্জনাঃ। যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ।
ইত্যুত্তানপদঃ পুত্রো ধ্রুবঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ। অভূত্ত্রয়াণাং লোকানাং চূড়ামণিরিবামলঃ॥ ২৮॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্যবসিতমভিপ্রায়ং ব্যবসায় জ্ঞাত্বা॥ ২৫॥
দেবযানেন দেবমার্গেণ বিমানেনেতি বা মুনীন্ সপ্তর্ষীনপি। ততঃ পরস্তাৎ যদ্বিষ্ণোঃ পদং তদভ্যগাৎ ধ্রুবা গতির্যস্য সঃ॥২৬
যদ্ভ্রাজমানমনু যস্য রুচা লোকাঃ বিভ্রাজন্তে জন্তুষু যেঽননুগ্রহাঃ নিষ্কৃপাস্তে যন্নাব্রজন্ ন গতবন্তঃ॥ ২৭॥
অচ্যুতপ্রিয়া বান্ধবা যেষাং॥ ২৮॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

দেবীং ধ্রুববদ্ধিরণ্ময় স্বরূপামিত্যর্থঃ॥ ২৫। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

ব্যবসিতমভিপ্রায়ং ব্যবসায়ং জ্ঞাত্বা॥ ২৫॥
মুনীন্ সপ্তর্ষীনপি ততঃ পরস্তাৎ যদ্বিষ্ণোঃ পদং তদভ্যগাৎ। ধ্রুবা গতি র্যস্য সঃ॥ ২৬॥
যদ্ভ্রাজমানমনু যৎ পশ্চাৎ যস্য রুচা লোকা বিভ্রাজন্তে॥ ২৭। ২৮॥

ভগবানের যে দুই পার্ষদ ধ্রুবকে লইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ধ্রুবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, অতএব তাঁহার মাতা যিনি অগ্রে বিমান যোগে গমন করিতেছিলেন তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন। জননীকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া ধ্রুবের চিত্ত সুস্থির হইল, পরে সানন্দ মনে যাইতে যাইতে ক্রমশঃ গ্রহ সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বিদুর! ধ্রুবের গমন সময়ে পথি মধ্যে স্থানে স্থানে বিমান চারি সুরগণ প্রশংসা করিতে করিতে কুসুম বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন॥ ২৫॥

সে যাহা হউক, তিনি বিমানযোগে ক্ষণকাল মধ্যে ত্রিলোকী এবং সপ্তর্ষিদিগকেও অতিক্রমণ করিয়া তৎপরে যে বিষ্ণুর স্থান ছিল তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৎস! তাঁহার স্থান নিত্য, ঐ স্থান হইতে কখন পতন হইবে না॥ ২৬॥

বিদুর! ঐ স্থানের প্রভাব কি বর্ণন করিব, তাহা আপনার জ্যোতি দ্বারা সততই দীপ্তিমান্, তাহার কিরণে ঐ সকল লোক সর্ব্বতো ভাবে দীপ্তি পাইতেছিল। যে সকল ব্যক্তি প্রাণিদিগের প্রতি নির্দ্দয়, তাহারা কখন সে স্থানে যাইতে পারে না, নিরন্তর শুভচারি ব্যক্তিদেরই ঐ স্থান প্রাপ্তি হয়॥ ২৭॥

অর্থাৎ যাঁহারা শান্ত, সর্ব্বত্র সমদর্শী, বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্র, ভূত সকলের মনোরঞ্জক এবং ভগবান্ অচ্যুতই যাঁহাদের প্রিয়বান্ধব, তাঁহারাই যথার্থ রূপে ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হয়েন। হে বিদুর! এই প্রকারে উত্তানপাদ রাজার পুত্র কৃষ্ণপরায়ণ ধ্রুব বিষ্ণুপদে উপস্থিত হইয়া ত্রিলোকের নির্ম্মল চূড়ামণি তুল্য হইলেন॥ ২৮॥

গম্ভীরবেগোঽনিমিষং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতং। যস্মিন্ ভ্রমতি কৌরব্য মেধ্যামিব গবাঙ্গণঃ॥ ২৯
মহিমানং বিলোক্যাস্য নারদো ভগবানৃষিঃ। আতোদ্যং বিন্নুদন্ শ্লোকান্ সত্রেঽগায়ৎ প্রচেতসাং॥৩০
নূনং সুনীতেঃ পতিদেবতায়াস্তপঃ প্রভাবস্য সুতস্য তাং গতিং।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ানপি বেদবাদিনো নৈবাধিগন্তুং প্রভবন্তি কিং নৃপাঃ॥ ৩১॥
যঃ পঞ্চবর্ষো গুরুদারবাক্শরৈর্ভিন্নেন যাতো হৃদয়েন দূয়তা।
বনং মদাদেশকরোঽজিতং প্রভুং জিগায় তদ্ভক্তগুণৈঃ পরাজিতং॥ ৩২॥

শ্রীধরস্বামী।

অনিমিষং অনলসং জ্যোতিষাং চক্রং যস্মিন্। আহিতং অর্পিতং সৎ ভ্রমতি মেধ্যাং আহিতঃ গম্ভীরবেগো গবাং গণ ইব॥ ২৯
আতোদ্যং বীণাং বিন্নুদন্ বাদয়ন্ প্রচেতসাং ব্রহ্মসত্রে ভগবন্মাহাত্ম্য প্রসঙ্গেন ধ্রুবমহিম প্রতিপাদন পরান্ ত্রীন্ শ্লোকান্ অগায়ৎ নূনমিত্যাদীন্॥ ৩০॥
পতিরেব দেবতা যস্যাঃ তস্যাঃ সুতস্য যস্তপঃ প্রভাবঃ তস্য তাং গতিং ফলমধিগন্তুং বেদবদন শীলা ব্রহ্মর্ষয়োপি নৈব প্রভবন্তি। অভ্যুপায়ান্ ভগবদ্ধর্ম্মান্ দৃষ্ট্বাপি কিং পুন র্নৃপাঃ॥ ৩১॥
তপঃ প্রভাবং গতিঞ্চ বিশিনষ্টি দ্বাভ্যাং। গুরুদারাঃ পিতৃপত্নী সুরুচি স্তস্যা বাক্শরৈ র্নির্ভিন্নেন হৃদয়েন বনং গতঃ সন্ অজিতমপি জিগায় বশীকৃতবান্॥ ৩২॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

নূনমিতি। তাং গতিং দৃষ্ট্বাপি তস্য অভ্যুপায়ান্ অন্তরঙ্গসাধনান্যপ্যধিগন্তুং বেদবাদনশীলা ব্রহ্মর্ষয়োপি নৈব প্রভবন্তি কিমুত তাং। যদ্যপ্যেবং তেপি ন তর্হি কিমুত তরাং নৃপা ইত্যর্থঃ দৃষ্ট্বাভ্যুপায়া ইতি চিৎসুখঃ॥ ৩১। ৩২॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

অনিমিষং জাগ্রদেব কাল রূপং গম্ভীরবেগোগবাং গণ ইব॥ ২৯॥
আতোদ্যং বীণাং বিন্নুদন্ বাদয়ন্॥ ৩০॥
তপঃ প্রভাব রূপস্য সুতস্য তাং প্রসিদ্ধাং গতিং ফলং দৃষ্ট্বাপি তস্যা অভ্যুপায়ান্ অন্তরঙ্গ সাধনান্যপ্যধিগন্তুং ন প্রভবন্তি কিমুত তাং। যদ্যেবং তেপি ন তর্হি কিমুততরাং নৃপা ইত্যর্থঃ॥ ৩১॥
দূয়তা দূয়মানেন॥ ৩২॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর! ধ্রুব যে স্থান প্রাপ্ত হইলেন তথায় জ্যোতিশ্চক্র অর্পিত হইয়া, গো সকল যেমন গম্ভীর বেগে মেধিতে (মেই কাষ্ঠে) ভ্রমণ করে তাহার ন্যায়, নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে॥ ২৯॥

সে যাহা হউক, দেবর্ষি নারদ প্রচেতাদিগের ব্রহ্মসত্রে ধ্রুবের এই মহিমা অবলোকন করিয়া বীণাবাদন করিতে করিতে ভগবন্মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ধ্রুবের মহিমা প্রতিপাদক তিনটী শ্লোক গান করিলেন॥ ৩০॥

তাহার অর্থ এই, অহো! পতিপরায়ণা সুনীতির পুত্র ধ্রুবের কি তপঃ প্রভাব! আমার বোধ হয় বেদাধ্যয়ন শীল ব্রহ্মর্ষিগণ অভ্যুপায় অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্ম দর্শন করিয়াও ঐ তপঃ প্রভাবের ফল পাইতে সমর্থ হয়েন না, ইহাতে রাজাদের কথা কি?॥ ৩১॥

কি আশ্চর্য্য! তিনি পাঁচ বৎসর বয়সের সময় বিমাতার বাক্য রূপ বাণ দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ হওয়াতে বিষণ্ণ ও ভগ্ন মনে, বন গমন করিয়া অজিত ভগবানকে জয় অর্থাৎ বশীভূত করেন। তাঁহার এই প্রভাব দর্শনে আমার বোধ হইতেছে ভগবানের অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার নিকট পরাভূত হইলেন॥ ৩২॥

যঃ ক্ষত্রবন্ধু র্ভুবি তস্যাধিরূঢ়মন্বারুরুক্ষেদপি বর্ষপূগৈঃ।
ষট্ পঞ্চবর্ষো যদহোভিরল্পৈঃ প্রসাদ্য বৈকুণ্ঠমবাপ তৎপদং ॥ ৩৩ ॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥
এতত্তেভিহিতং সর্ব্বং যৎপৃষ্টোহমিহ ত্বয়া। ধ্রুবস্যোদ্দাম যশসশ্চরিতং সম্মতং সতাং ॥ ৩৪ ॥
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ। স্বর্গ্যং ধ্রৌব্যং সৌমনস্যং প্রশস্যমঘমর্ষণং ॥ ৩৫ ॥
শ্রুত্বৈতচ্ছ্রদ্ধয়াভীক্ষ্ণমচ্যুতপ্রিয়চেষ্টিতং। ভক্তির্ভবেদ্ভগবতি যয়া স্যাৎ ক্লেশসংক্ষয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তস্যাধিরূঢ়ং তেন প্রাপ্তং পদং যো ভুবি ক্ষত্রবন্ধুঃ ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ স তমনু বর্ষ সমূহৈরপি আরোঢ়ুমিচ্ছেদপি কিং। তৎ সংকল্পোপ্যশক্যঃ দূরত আরোহণমিত্যর্থঃ। কথং ভূতং পদং ষড়্বা পঞ্চবা বর্ষাণি যস্য সঃ অল্পৈরেবাহোভির্বৈকুণ্ঠং প্রসাদ্য যৎ তস্য পদমবাপ তৎ ॥ ৩৩ ॥

উদ্দামং উৎকৃষ্টং যশো যস্য সঃ ॥ ৩৪ ॥

ধনাদের্নিমিত্তং ধ্রৌব্যং ধ্রুবস্থানপ্রাপকং প্রশস্যং প্রশংসার্হং অঘমর্ষণং পাপনাশনং ॥ ৩৫ ॥

অচ্যুতপ্রিয়স্য ধ্রুবস্য চেষ্টিতং শ্রুত্বা যো বর্ত্ততে তস্য ভক্তি র্ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

য ইত্যত্র ক ইতি ক্বচিৎ চিৎসুখসম্মতশ্চ। কিন্তু স্বাম্যসম্মতঃ ॥ ৩৩ ॥

এতদিতি যুগ্মকং। যৎ পৃষ্টোহমিত্যনুসারেণ ধ্রুবস্য চরিতমপি পৃষ্টমিত্যবগন্তব্যং ॥ ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

ক্ষত্রবন্ধুঃ ক্ষত্রিয়োত্তমোপি তমপেক্ষ্য ক্ষত্রিয়াধমো যঃ তস্য রূঢ়ং পদং অনুপশ্চাৎ আরোঢ়ুং ইচ্ছেৎ স কিং বর্ষসমূহৈরপি আরোহেদিতি শেষঃ। যদ্বস্মাৎ ষড়্বা পঞ্চ বা বর্ষাণি বয়াংসি যস্যেতি বয়ঃ শব্দস্য বৃত্তাবন্তর্ভাবঃ ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

ধনাদি কামনাবতাং ধন্যমিত্যাদি ধ্রৌব্যং ধ্রুবস্থানপ্রাপকং সুমনসো দেবা স্তদর্হং তেপ্যেতৎ শ্রোতুং বক্তুঞ্চার্হন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রুত্বা স্থিতস্যেতি শেষঃ ॥ ৩৬ ॥

অহো! তিনি যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ক্ষিতিতলে অন্যান্য যে সকল ক্ষত্রিয় আছে তাহারা কি তাঁহার অনুগামী হইয়া বহু বহু বর্ষেও সেই পদে আরোহণার্থ ইচ্ছা করিতে পারে? অর্থাৎ ঐ পদের নিমিত্ত সংকল্প করাও তাহাদের অসাধ্য, তাহাতে আরোহণের কথা ত দূরে থাকুক্। তিনি পাঁচ বা ছয় বৎসরমাত্র বয়সে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া অত্যল্প দিবসের মধ্যেই ভগবানকে প্রসন্ন করত তদীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

মুনিবর মৈত্রেয় এতাবন্মাত্র বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তৎ সমুদায় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। হে কৌরব্য! পরম ভাগবত ধ্রুব অতি যশস্বী, তাঁহার এই চরিত্র সাধু ব্যক্তিদিগের সম্মত ॥ ৩৪ ॥

বৎস! এই ধ্রুবচরিত্র যশঃ প্রাপক, আয়ু র্বর্দ্ধক এবং ধনাদির হেতু, আর ইহা অতি পবিত্র, পাপ নাশক ও মহৎ স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ, ইহাতে স্বর্গ ও ধ্রুব স্থান প্রাপ্তি হয় অতএব অতিশয় প্রশংসনীয় ॥ ৩৫ ॥

বৎস! অচ্যুতপ্রিয় ধ্রুবের এই চরিত্র, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর শ্রবণ করেন, তাঁহার ভগবানের প্রতি সেই ভক্তি উৎপন্না হয়, যাহাতে ক্লেশ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

মহত্ত্বমিচ্ছতস্তীর্থং শ্রোতুঃ শীলাদয়ো গুণাঃ। যত্র তেজস্তদিচ্ছূনাং মনো যত্র মনস্বিনাং ॥ ৩৭ ॥
প্রযতঃ কীর্ত্তয়েৎ প্রাতঃ সমবায়ে দ্বিজন্মনাং। স্বায়ঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য ধ্রুবস্য চরিতং মহৎ।
পৌর্ণমাস্যাং শিনীবাল্যাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণেঽথ বা। দিনক্ষয়ে ব্যতীপাতে সংক্রমেঽর্কদিনেপি বা ॥৩৮
শ্রাবয়েৎ শ্রদ্দধানানাং তীর্থপাদপ্রিয়াশ্রয়ঃ। নেচ্ছং স্তত্রাত্মনাত্মানং সংতুষ্ট ইতি সিধ্যতি ॥ ৩৯
জ্ঞানমজ্ঞাততত্ত্বায় যোদদ্যাৎ সৎপথেঽমৃতং। কৃপালো র্দীননাথস্য দেবাস্তস্যানুগৃহ্ণতে ॥ ৪০ ॥
ইদং ময়া তেঽভিহিতং কুরূদ্বহ ধ্রুবস্য বিখ্যাতবিশুদ্ধকর্ম্মণঃ।
হিত্বার্ভকক্রীড়নকানি মাতুর্গৃহঞ্চ বিষ্ণুং শরণং জগাম ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তীর্থং মহত্ত্বাবাপ্তি স্থানং গুণা যত্র ভবন্তি ॥ ৩৭ ॥
সমবায়ে সভায়াং ॥ ৩৮ ॥
নেচ্ছন্ নিষ্কামঃ তত্র শ্রবণে আত্মৈবাত্মানং প্রতি সন্তুষ্টো ভবতীতি হেতোঃ সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯ ॥
কিঞ্চ সৎপথে ভগবন্মার্গে অমৃতরূপং জ্ঞানং যোদদ্যাৎ ॥ ৪০ ॥
ধ্রুবস্য চরিতং ময়াভিহিতং মাতুর্গৃহঞ্চ হিত্বা ॥ ৪১ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

প্রযত ইতি যুগ্মকং ॥ ৩৮। ৩৯ ॥
জ্ঞানমিতি। সৎপথে সন্মার্গান্তর্মুখজনায়। য ইতি ক্বচিন্নাস্তি ॥ ৪০। ৪১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তীর্থমিদং কারণং যত্র শ্রুতে সতি ॥ ৩৭। ৩৮ ॥
শ্রদ্দধানানামিতি দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী নেচ্ছন্ তদ্বেতনং কিমপি দ্রব্যং ন প্রতিগৃহ্ণন্ তত্র হেতুঃ আত্মানং প্রতি আত্মনৈব সন্তুষ্টঃ তত্র শ্রাবণে মৎকথ্যমানাং কৃষ্ণকথাং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়া শৃণোতীত্যেতদেব মম বেতনমিতি মন্যমানঃ ইত্যতএব সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯ ॥
জীবনিস্তারকং কিমপি জ্ঞানং শ্রাবয়ত এব মহাফলং কিমুত ধ্রুবচরিতমিত্যাহ জ্ঞানেতি ॥ ৪০। ৪১ ॥

বিদুর! মহত্ত্ব ইচ্ছুক পুরুষের পক্ষে এই চরিত্র মহত্ত্ব প্রাপ্তির স্থান স্বরূপ, ইহা শ্রবণ করিলে শ্রোতার শীলাদি গুণ জন্মে, অপর যে ব্যক্তি তেজঃ প্রার্থী,তাহার ইহাতে তেজঃ এবং যে পুরুষ মনস্বী, তাহার ইহাতে প্রশস্ত মনঃ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

অতএব পবিত্র হইয়া প্রাতঃকালে এবং স্বায়ং সময়ে ব্রাহ্মণ সভায় পুণ্যশ্লোক ধ্রুবের এই সুমহৎ চরিত্র কীর্ত্তন করিবে,আর অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, শ্রবণানক্ষত্র, ত্র্যহস্পর্শ, ব্যতীপাত, সংক্রান্তি, ও আদিত্য বারেও ইহা পাঠ করিবে ॥ ৩৮ ॥

অপর নিষ্কাম হইয়া শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদিগকে ইহা শ্রবণও করাইবে, তাহাতে আত্মাই আত্মার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন সুতরাং অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে ॥ ৩৯ ॥

ফলতঃ যে ব্যক্তি অজ্ঞাত তত্ত্ব, তাহাকে যিনি ভগবন্মার্গের অমৃত রূপ জ্ঞান দান করেন, সেই দয়াশীল দীননাথের প্রতি দেবতা সকল অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

হে কৌরব্য! মহাভাগবত ধ্রুবের এই চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। বিদুর! তাঁহার কর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ ও বিখ্যাত, তিনি কৌমার কালে ক্রীড়নক এবং মাতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতং দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১২ ॥ * ॥

শ্রীসূত উবাচ ॥

নিশম্য কৌশারবিণোপবর্ণিতং ধ্রুবস্য বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণং।
প্ররূঢ় ভাবোভগবত্যধোক্ষজে প্রষ্টুং পুনস্তং বিদুরঃ প্রচক্রমে ॥ ১ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ ॥

কে তে প্রচেতসো নাম কস্যাপত্যানি সুব্রত। কস্মান্বয়ে প্রখ্যাতাঃ কুত্র বা সত্রমাসত ॥ ২ ॥
মন্যে মহাভাগবতং নারদং দেবদর্শনং। যেন প্রোক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ পরিচর্য্যাবিধির্হরেঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

॥ * ॥ ইতি চতুর্থে দ্বাদশঃ ॥ * ॥

এবং পঞ্চভিরধ্যায়ৈ র্ধ্রুবচর্য্যানুবর্ণিতা। অথৈকাদশভিশ্চিত্রং পৃথুচারিত্রমুচ্যতে। তত্র ত্রয়োদশে বক্তুং পৃথোর্জন্ম ধ্রুবান্বয়ে। অঙ্গোবেণ পিতা পুত্রক্রৌর্য্যাদ্গত ইতীর্য্যতে ॥ ০ ॥

প্ররূঢ়ো ভাবো ভক্তির্যস্য ॥ ১ ॥

অন্ববায়ে বংশে ॥ ২ ॥

নারদেন প্রচেতসাং সত্রে বর্ণিতাং কথাং প্রষ্টুং তস্য মহিমানমাহ মন্য ইতি। দেবস্যেব দর্শনং যস্য হরেঃ পরিচর্য্যা প্রকারঃ ক্রিয়াযোগঃ পঞ্চরাত্রো যেন প্রোক্তঃ ॥ ৩ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামি কৃত ক্রমসন্দর্ভস্য দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

শ্রীসূত উবাচ শ্রীশুকদেব বাক্ শেষত্বেন স্থিতং স্বয়মেবাপূরয়দিত্যর্থঃ ॥ ১। ২ ॥

মহাভাগবতং বৈষ্ণবসংপ্রদায়গুরুং দেবদর্শনং শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞং ভগবৎ সর্ব্বমঙ্গলদর্শনঞ্চ। অনুকম্পেষু ভগবদনুভবহেতুং বা ॥ ৩

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। চতুর্থে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

ত্রয়োদশেঽঙ্গ রাজস্য পুত্রেষ্ট্যা যঃ সুতোঽজনি বেণস্তস্যাতিদৌরাত্ম্যান্নৃপো নির্ব্বিদ্য নির্গতঃ ॥ ০ ॥

সত্রে গায়ৎ প্রচেতসামিত্যাকর্ণ্য পৃচ্ছতি। কে তে ইতি। অন্ববায়ে বংশে ॥ ১ ॥ ২ ॥

ক্রিয়াযোগঃ পরিচর্য্যা প্রকারঃ পঞ্চরাত্রে যেন প্রোক্তঃ ॥ ৩ ॥

॥ * ॥ ইতি চতুর্থে দ্বাদশ ॥ * ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ধ্রুবের বংশে পৃথুর জন্ম কথনার্থ বেণ পিতা অঙ্গের বৃত্তান্ত বর্ণন ॥ ০ ॥

সূত কহিলেন মুনিবর মৈত্রেয় পরম ভাগবত ধ্রুবের বৈকুণ্ঠ পদাধিরোহণ বিষয় যাহা বর্ণন করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ অধোক্ষজের প্রতি বিদুরের প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল, অতএব পুনর্ব্বার মৈত্রেয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

বিদুর বলিলেন হে সুব্রত! আপনি কহিলেন দেবর্ষি নারদ প্রচেতাদের যজ্ঞ স্থলে উপস্থিত হইয়া মহাত্মা ধ্রুবের মহিমা সূচক তিনটী শ্লোক গান করেন। ব্রহ্মন্! ঐ সকল প্রচেতা কে? কোন ব্যক্তির বংশে উৎপন্ন এবং কোন স্থানেই বা যজ্ঞ করিতেছিল? ॥ ২ ॥

হে মুনে! আমি জানি দেবর্ষি নারদ মহাভাগবত, দেব তুল্য, তাঁহার দর্শন অতি পুণ্যদ, তিনি ভগবানের পরিচর্য্যা প্রকার ক্রিয়াযোগ অর্থাৎ পঞ্চরাত্র কহিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

স্বধর্ম্ম শীলৈঃ পুরুষৈ র্ভগবান্ যজ্ঞপূরুষঃ। ইজ্যমানো ভগবতা নারদেনেড়িতঃ কিল।
যাস্তা দেবর্ষিণা তত্র বর্ণিতা ভগবৎ কথাঃ। মহ্যং শুশ্রূষবে ব্রহ্মন্ কাৎস্ন্যেনাচষ্টুমর্হসি ॥ ৪ ॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥
ধ্রুবস্য চোৎকলঃ পুত্রঃ পিতরি প্রস্থিতে বনং। সার্ব্বভৌমশ্রিয়ং নৈচ্ছদধিরাজাসনং পিতুঃ ॥ ৫ ॥
স জন্মনোপশান্তাত্মা নিঃসঙ্গঃ সমদর্শনঃ। দদর্শ লোকে বিততমাত্মানং লোকমাত্মনি ॥ ৬ ॥
আত্মানং ব্রহ্ম নির্ব্বাণং প্রত্যস্তমিতবিগ্রহং। অববোধরসৈকাত্ম্যমানন্দমনুসন্ততং।

শ্রীধরস্বামী।

স্বধর্ম্মশীলৈঃ প্রচেতোভিঃ ॥ ৪ ॥
ধ্রুবস্য বংশে জাতা ইতি বক্তুং ধ্রুবস্য বংশমনুক্রামতি ধ্রুবস্যেত্যাদিনা। পিতুঃ সার্ব্বভৌমশ্রিয়ং নৈচ্ছৎ অধিরাজাসনঞ্চ ॥ ৫ ॥
অনিচ্ছায়াং হেতুমাহ স ইতি চতুর্ভিঃ ॥ ৬ ॥
আত্মানং স্বরূপভূতং ব্রহ্মাবরুদ্ধানঃ আপ্নুবন্ জানন্। আত্মনো নান্যৎ তদৈক্ষত। স্বয়ন্তু সর্ব্বস্মাদন্যঃ সন্ কথং ভূতং ব্রহ্ম

ক্রমসন্দর্ভঃ।

তাদৃশেনাপি নারদেনেড়িতঃ ॥ ৪। ৫। ৬ ॥
আত্মানমিতি যুগ্মকং। দদর্শ লোক ইত্যনেন প্রথমং সোপাধি ব্রহ্ম দর্শনমুক্তং অধুনা নিরুপাধি ব্রহ্ম দর্শনমাহ। প্রত্যস্তমিতি। নিরুপাধিকমিত্যর্থঃ। অনুসন্ততং সর্ব্বত্রানুস্যূতং স্বরূপং পরম কারণ রূপং আত্মনো জীববচ্ছুদ্ধাত্তদন্যন্নৈক্ষত।

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

স্বধর্ম্মশীলৈঃ প্রচেতোভিঃ।
ধ্রুবস্য বংশএব তে জাতা ইতি তদ্বংশ কথায়ামেব প্রচেতসাং কথা আয়াস্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ ॥ ৫ ॥
জন্মনা উৎপত্ত্যৈব উপশান্তাত্মা জ্ঞানী ॥ ৬ ॥
আত্মানং জীবং স্বরূপং স্বরূপভূতং ব্রহ্ম অবরুদ্ধানো জানন্ নির্বাণং শান্তং প্রত্যস্তমিতবিগ্রহং নিরস্ত বিবাদং। আত্মানং কীদৃশং। অববোধরসৈনৈকাত্ম্যং যস্য তং অব্যবচ্ছিন্নেন নিরন্তরেণ যোগাগ্নিনা দগ্ধং কর্ম্মমলং যস্য তথা ভূত আশয়ো যস্য সঃ।

হে ব্রহ্মন্! শ্রুত হইয়াছি স্বধর্ম্মশীল প্রচেতাগণ আপনাদের সত্রে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতেছিলেন, সেই সময় দেবর্ষি নারদ বিনয় বচন দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। হে মুনে! দেবর্ষি নারদ যে যে ভগবৎ কথা বর্ণন করেন তৎসমুদায় আমার শুনিতে অভিলাষ হইতেছে, অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন মহাত্মা ধ্রুবের পুত্র উৎকল, পিতা বনে গমন করিলে সকল ভূমির আধিপত্য ও রাজাসন উপস্থিত হইলেও ঐ দুই পদ গ্রহণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না ॥ ৫ ॥

হে কৌরব্য! তাঁহার সমস্ত দেশের আধিপত্য ও অধিরাজাসন গ্রহণে অনিচ্ছার হেতু শ্রবণ কর, তিনি জন্মিয়া অবধি প্রশান্ত মনাঃ, নিঃসঙ্গ এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী ছিলেন, সর্ব্বদা আপনার আত্মাকে লোক মধ্যে বিতত এবং আপন আত্মাতে লোক সকলকে বিস্তীর্ণ দর্শন করিতেন ॥ ৬ ॥

তাঁহার আত্মা প্রশান্ত হইয়া জ্ঞান রূপ রসের সহিত অভিন্ন হইয়াছিল এবং তিনি অবিচ্ছিন্ন যোগ রূপ অগ্নি দ্বারা আপনার কর্ম্মমল সকল অর্থাৎ বাসনা সমূহ দগ্ধ করিয়াছিলেন, অতএব উক্ত প্রকার